দৈনিক ইনকিলাব

১৩

তারিখ ... NOV 09 1999
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৬...

পাঁচশ' কোটি টাকা খরচ করে এ পর্যন্ত ১ কোটি লোককে নিরক্ষরমুক্ত করার সরকারী ঘোষণা সত্য নয়

নূরুল আলম শাহীন ঃ প্রায় পাঁচশ' কোটি টাকা খরচ করে এ পর্যন্ত এক কোটি লোককে নিরক্ষরমুক্ত করার সরকারী ঘোষণা সত্য নয় বলে তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। দেশের ৭টি জেলা সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষণা দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট একটি জেলার এমপি এই তথ্য সত্য নয় বলে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার দাবী জানানো হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বর্তমানে বেকায়দায় এবং বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে বলে একটি সূত্র জানায়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় (লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, রাজশাহী, গাইবান্ধা, নওগাঁ ও জয়পুরহাট) ৭টি জেলা সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হলে নওগাঁর এমপি জনাব আলমগীর কবির এই তথ্য সত্য নয় বলে চ্যালেঞ্জ করেন। কমিটির একজন সদস্যের প্রবল আপত্তির মুখে বৈঠক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবতা ও সঠিক চিত্র সংগ্রহে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি এখনও পর্যন্ত কোন রিপোর্ট দিতে পারেনি।

জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি'র সভাপতিত্বে এই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

(১৪-এর পৃঃ দেখুন)

৫শ' কোটি টাকা খরচ করে এ পর্যন্ত ১ কোটি লোককে নিরক্ষরমুক্ত করার সরকারী ঘোষণা সত্য নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এএসএইচকে সাদেক, মোঃ আবদুস শহীদ, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, জনাব আলমগীর কবির, মোঃ মতিউর রহমান এমপিসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি ও প্রশাসন নির্ভরতার কারণে দেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিরক্ষরতার হার বাস্তবে কমেনি। বরং এই কার্যক্রমের সাথে দেশের টাউট-বাটপার ও অযোগ্যদের যুক্ত করায় গোটা প্রকল্পে অব্যবস্থা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। ঘোষিত নিরক্ষরমুক্ত জেলার বাস্তবতার উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এই প্রকল্পের দাতাসংস্থা ও সরকার প্রধানদের খুশি করার জন্য এটি ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শতকরা ৩০ ভাগের বেশী মানুষ তাদের নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না। এমনকি শিক্ষাদান করেছেন এমন অনেকেই নিজেদের নাম ইংরেজী ও বাংলায় শুদ্ধভাবে লিখতে জানেন না। গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক দৌরাত্ম্যের একটি ব্যাপক প্রভাব এই কার্যক্রমের পথে বড় অন্তরায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে পরোক্ষ ভূমিকা রাখছেন বলে সূত্র মত ব্যক্ত করে।

সূত্র জানায়, মাঠ পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের তদারকি জোরদার ও নিবিড়তর করার সুবিধার্থে গত অর্থবছরে ('৯৮-৯৯) ৪৫টি জেলার জেলা কো-অর্ডিনেটরদের জন্য ৪৫টি নতুন 'ডাইহাটসু' রকি জিপ গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি জেলায় ১৭ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (উন্নয়ন ও শিক্ষা) পদ সৃষ্টি করে ১৭ জনকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। প্রতিমাসে তাদের পর্যালোচনা সভায় ডাকার বিধান থাকলেও কার্যক্রমে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জেলা পর্যায় থেকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচীর কোন সঠিক চিত্র বা তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতর কিংবা মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত পাঠানো হয় না। প্রকল্পের নামে জড়িত কর্মকর্তাগণ ইচ্ছামাফিক প্রতিবেদন তৈরী করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তা প্রকাশ করে বাহবা কুড়ানোর কাজে ব্যস্ত বলে সূত্র মত ব্যক্ত করে।